অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর আমি মেজর জিয়া

লুৎফর রহমান রিটন

ইন্টারেস্টিং বিষয় থাকে ছেলের হাতের মোয়াতে
ছেলের হাতের মোয়া খাওয়ার চাইনি সুযোগ খোয়াতে
অস্ত্র ছিল বোঝাই, খালাস করতে গেলাম সোয়াত-এ
চেয়েছিলাম পাকিস্তানের পক্ষে মাথা নোয়াতে
মুক্তিপাগল মানুষগুলোর অন্যরকম ছোঁয়াতে
বদলে যেতে বাধ্য হলাম, বাবা মায়ের দোয়াতে -
অটোমেটিক ঠাঁই পেয়েছি ইতিহাসের "ধোঁয়া"তে!

যদিও জানি স্বাধীনতা ছেলের হাতের মোয়া না
স্বাধীনতা অস্পষ্ট আবছা এবং ধোঁয়া না।
'একটি জাতির জন্ম' লিখে সেটাই বলতে চেয়েছি
আমার যেটুকু প্রাপ্য আমি বেঁচে থাকতেই পেয়েছি।
এখন দেখছি মরার পরে ইতিহাসের বিকৃতি
জবরদস্তি ইতিহাসে করছে আদায় স্বীকৃতি!
স্বাধীনতার দলিলপত্রে মিথ্যা তথ্য ছাপাচ্ছে
মিথ্যাচারের সমস্ত দায় আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে!
জীবদ্দশায় 'স্বাধীনতার ঘোষক' নিজকে বলিনি
সুযোগ ছিল জ্বলে ওঠার, মিথ্যে আলোয় জ্বলিনি।

গ্রেট ন্যাশনাল লিডার ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান
পঁচিশে মার্চ তাঁর ঘোষণা ইতিহাসেই বহমান।
উর্দি পরা মেজর ছিলাম, তার তুলনায় নগন্য
সমকক্ষ হই আমি তাঁর, এইটা ভাবাও জঘন্য!
গ্রীন সিগনাল পেয়েছি তাঁর সাতই মার্চের ভাষণে
আমি থাকব আমার স্থানে আর তিনি তাঁর আসনে।

ঘোষক এবং পাঠক দুটির অর্থ কিন্তু আলেদা
আমি বুঝলেও বুঝতে চায়না তারেক কিংবা খালেদা।
অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর পাঠ করেছি ঘোষণা
ঐতিহাসিক সত্য এটাই , ওরে মানিক ও সোনা..
স্বাধীনতার "ঘোষণা পাঠ " করেছি মার্চ সাতাশে

কী আলোড়ন বাংলাদেশের আকাশে ও বাতাসে !

সাতাশে মার্চ সন্ধ্যা বেলায় পাঠ করেছি বেতারে
ইতিহাসের শক্তি অমোঘ, মুছতে পারে কে তারে?
আমার আগে হান্নানেরা পাঠ করেছে বারংবার
তাঁদের পরে পাঠ করাটাও ঐতিহাসিক অহংকার।
ওরা ছিলেন সিভিলিয়ান নয়কো সেনাবাহিনী
তাইতো আমার "ঘোষণা পাঠ" উদ্দীপনার কাহিনী!

মূল ইতিহাস এই,
এই ইতিহাস ইরেজ করার কোনই উপায় নেই!
অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর আমি মেজর জিয়া
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ কিয়া..।

অটোয়া, কানাডা ।।১১ জুলাই ২০০৪
riton_bangladesh@yahoo.ca